দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 05 FEB 2005
পৃষ্ঠা -৩ কলাম -২

সাড়ে তিন হাজার শিক্ষকের ভাগ্য প্রধানমন্ত্রীর দফতরে ফাইলবন্দী ॥ ২০ মাস বেতন নেই

মোশতাক আহমেদ

শুধু প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করছে চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগের প্রায় সাড়ে তিন হাজার শিক্ষকের ভাগ্য। এডিপির অর্থায়নে এই তিন বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মরত এসব শিক্ষক বিশ মাস ধরে বেতন-ভাতা না পাওয়ায় পরিবার-পরিজন নিয়ে এখন মানবেতর জীবন যাপন করছে। প্রকল্প শেষ হওয়ার পর এসব শিক্ষককে রাজস্বখাতে আত্তীকরণ করার কথা থাকলেও বিষয়টি এখন প্রধানমন্ত্রীর দফতরে ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে আছে। রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য এসব শিক্ষক এখন প্রধানমন্ত্রীর দফতর থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে দৌড়াদৌড়ি করছেন। স্মারকলিপি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীসহ বিভিন্ন দফতরে।

সূত্রমতে চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এডিপির অর্থায়নে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে ২০০১ সালের আগস্ট থেকে শুরু করে ২০০৩ সালের জুন মাস পর্যন্ত তিনবারে তিন হাজার ৪শ' ৬৯ শিক্ষক রাজস্ব খাতের নিয়োগবিধি অনুযায়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাজ করেন। এরপর ২০০৩ সালের জুন মাসে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার সময় মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয় সৃষ্ট পদসমূহ জনবলসহ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হবে। আর সেই আশায় শিক্ষকরা দীর্ঘ বিশ মাস ধরেই নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু দীর্ঘ সময়েও তাঁদের ভাগ্যের চাকা ঘুরছে না। অর্থাৎ রাজস্ব খাতে স্থানান্তর হচ্ছে না। এ অবস্থায় বিশ মাস ধরে কোন বেতন-ভাতাদি না পাওয়ায় পরিবার নিয়ে মানুষ গড়ার কারিগর এসব শিক্ষক নিদারুণ কষ্টে দিনাতিপাত করছেন। দু'টি ঈদ-উল-ফিতর, দু'টি ঈদ-উল-আযহা, দুর্গাপূজাসহ অন্য বড় বড় ধর্মীয় উৎসব কেটেছে অর্থকষ্টের মধ্যে। এসব শিক্ষক অভিযোগ করে বলেছেন, তাঁদের মধ্যে সিংহভাগ শিক্ষকই যাঁদের কেবল এই পেশার ওপর নির্ভর করে চলতে হয়, সে কারণে অনেকের না খেয়ে মরার অবস্থা হয়েছে।

সূত্রমতে রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য ইতোমধ্যে এসব শিক্ষকদের চাকরি সংক্রান্ত ফাইলটি সংস্থাপন মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদিত হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও অনুমোদন হয়ে এখন প্রধানমন্ত্রীর দফতরে পড়ে আছে ফাইলটি। শুধু প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের ওপর নির্ভর করছে সাড়ে তিন হাজার শিক্ষকের ভাগ্য। একই সঙ্গে তাঁদের পরিবার-পরিজনের ভবিষ্যত।

কর্মরত এসব শিক্ষক তাঁদের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের জন্য বুধবার প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন। একই সঙ্গে তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিবের কাছেও অনুরূপ স্মারকলিপি দিয়েছেন।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেছেন, বিষয়টি এখন প্রধানমন্ত্রীর দফতরে চলে গেছে। এখানে আমাদের কিছুই বলার নেই। তবে আমরাও চাই এসব শিক্ষক রাজস্ব খাতে আসুক।